প্রথম দার্‌স

الدرس الأول

নবী আগমনের পূর্বে আরবের অবস্থা

حالة العرب قبل البعثة

মূর্তিপূজাই ছিলো আরবদের প্রচলিত ধর্ম। সত্য ধর্মের পরিপন্থী এ ধরনের মূর্তিপূজাবাদ অবলম্বন করার কারণে তাদের এ যুগকে আইয়্যামে জাহেলিয়াত তথা মূর্খতার যুগ বলা হয়। লাত, উযযা, মানাত ও হুবল ছিলো তাদের প্রসিদ্ধ উপাস্যগুলোর অন্যতম। আরবের কিছু লোক ইয়াহুদী, খ্রীষ্টান ও অগ্নি পূজকদের ধর্মও গ্রহণ করেছিলো। আবার স্বল্প সংখ্যক লোক এমনও ছিলো, যারা ইবরাহীম-عليه السلام-এর প্রদর্শিত পথে ছিল অবিচল, আঁকড়ে ধরেছিল তাঁর আদর্শ।

অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বেদুঈনরা সম্পূর্ণ ভাবে চরে খাওয়া পশু সম্পদের উপর নির্ভর করতো। আর নগরবাসীদের নিকট অর্থনৈতিক জীবনের ভিত্তি ছিলো কৃষিকাজ ও ব্যবসা-বাণিজ্য। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরব দেশের মক্কাই ছিল বৃহত্তর বাণিজ্য নগরী। অন্যান্য বিভিন্ন অঞ্চলেও উন্নয়ন ও স্থাপত্য সভ্যতা ছিলো। যেমন, তায়েফ ও মদীনা। সামাজিক দিক দিয়ে যুলুম সর্বত্র বিরাজমান ছিলো। সেখানে দুর্বলের ছিলো না কোন অধিকার। কন্যা সন্তানকে জীবদ্দশায় দাফন করা হতো। মান-ইজ্জত ও সম্মানকে করা হতো পদদলিত। সবল দুর্বলের অধিকার হরণ করতো।বহুবিবাহ প্রথার কোন সীমা ছিলো না। ব্যভিচার অবাধ ভাবে চলতো। নগণ্য ও তুচ্ছ কারণে যুদ্ধের অগ্নিশিখা জ্বলে উঠতো। সংক্ষেপে বলতে গেলে বলা যায় যে, ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরব দ্বীপের সার্বিক পরিস্থিতি অত্যধিক ভয়াবহই ছিলো।

ইবনুয্‌যাবিহাঈন

রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর দাদা আব্দুল মুত্তালিবের সাথে কুরাইশরা ছেলে-সন্তান ও সম্পদের গৌরব ও অহংকার প্রদর্শন করতো। তাই তিনি মানত করলেন যে, আল্লাহ যদি তাঁকে দশজন ছেলে দান করেন, তাহলে তিনি একজনকে কথিত উপাস্যের নৈকট্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে জবাই করবেন। তাঁর সাধ বাস্তব রূপ পেলো। দশ জন ছেলে জুটলো তাঁর ভাগ্যে। তাদের একজন ছিলেন নবীর পিতা আব্দুল্লাহ। আব্দুল মুত্তালিব মানত পূরণ করার ইচ্ছায় সন্তানদের মধ্যে লটারী করলে তাতে আব্দুল্লাহর নাম বের হলো। তিনি তাকে জবাই করতে চাইলে লোকজন তাঁকে বাধা দিলো, যাতে এটা মানুষের মধ্যে প্রথা না হয়ে যায়। অতঃপর সবাই আব্দুল্লাহ এবং দশটি উটের মধ্যে লটারী করতে সম্মত হলো। কিন্তু লটারীতে আব্দুল্লাহর নাম আসলো, ফলে উটের সংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি করা হয়। এইভাবে লটারী বারংবার আব্দুল্লাহর নামে আসতে থাকে। দশমবারে লটারী উটের নামে আসে যখন তার সংখ্যা ১০০ তে দাঁড়ায়। ফলে তিনি তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহর পরিবর্তে উট জবাই করেন।

আব্দুল্লাহ তাঁর পিতা আব্দুল মুত্তালিবের সব চাইতে প্রিয় ছেলে ছিলেন। বিশেষতঃ এই ঘটনার পর। আব্দুল্লাহ তারুণ্যের সীমায় পা রাখলে, তাঁর পিতা বনী যোহরা গোত্রের আমেনা বিনতে ওয়াহাব নামক এক তরুণীর সাথে তাঁর বিয়ের ব্যবস্থা করেন। আমেনা অন্তঃ সত্ত্বা হলেন। তাঁর অন্তঃসত্ত্বা হবার তিন মাস পর আব্দুল্লাহ এক বাণিজ্যিক কাফেলার সাথে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হোন।কিন্তু প্রত্যাবর্তনের পথে রোগাক্রান্ত হয়ে মদীনায় বনীনাজ্জার গোত্রে তাঁর মামাদের কাছে অবস্থান করেন এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁকে সমাধিস্থ করা হয় সেখানে।

এদিকে গর্ভের মাসগুলো পুরো হয়ে প্রসবের সময় ঘনিয়ে আসলো এবং সোমবারের দিন নবী করীম ﷺ জন্ম গ্রহণ করলেন। তবে তাঁর জন্মের তারীখ ও মাস দৃঢ়তার সাথে নির্দিষ্ট নয়। বরং কেউ বলেছে, তিনি ৯ই রাবিউল আওয়াল জন্ম গ্রহণ করেছেন। কেউ বলেছে, ১২ই রাবিউল আওয়াল এবং কেউ বলেছে, রমযান মাসে। এ ছাড়া আরো উক্তিও আছে। আর এই ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হয় ইংরাজী সনের ৫৭১ খ্রীষ্টাব্দে। এই বছরটা 'আমুল ফীল' (হস্তি বাহিনীর বছর) নামে পরিচিত।